আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিবাহ ও দাম্পত্য বিষয়াবলী

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

বিবাহ-বন্ধন

ইসলাম এক সুশৃঙ্খল জীবন-ব্যবস্থা। বিবাহ কোন খেলা নয়। এটা হল দু’টি জীবনের চির-বন্ধন। তাই এই বন্ধনকে সুশৃঙ্খলিত ও শক্ত করার উদ্দেশ্যে ইসলামে রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি।

ইসলামী বিবাহ-বন্ধনের জন্য প্রথমতঃ শর্ত হল পাত্র-পাত্রীর সম্মতি। সুতরাং তারা যেখানে বিবাহ করতে সম্মত নয় সেখানে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া তাদের অভিভাবকের জন্য বৈধ নয়। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, ‘‘অকুমারীর পরামর্শ বা জবানী অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হল মৌন থাকা।[1]

সুতরাং অকুমারীর জবানী অনুমতি এবং কুমারীর মৌনসম্মতি বিনা বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এই অনুমতি নেবে কনের বাড়ির লোক।

নাবালিকার বিবাহ তার অভিভাবক দিতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হয়েছিল ৬ বছর বয়সে এবং বিবাহ-বাসর হয়েছিল ৯ বছর বয়সে।[2] সম্মতি না নিয়ে অভিভাবক অপাত্র, ফাসেক, শারাবী, ব্যভিচারী, বিদআতী বা কোন অযোগ্য পুরুষের হাতে তুলে দিলে মহিলা সাবালিকা হওয়ার পর নিজে কাজীর নিকট অভিযোগ করতে পারে। ইচ্ছা করলে বিবাহ অটুট রেখে ঐ স্বামীর সাথেই সংসার করতে পারে, নচেৎ বাতিল করাতেও পারে।[3]

পাত্রীর জন্য তার অলী বা অভিভাবক জরুরী। বিনা অলীতে বিবাহ বাতিল।[4]

এই অলী হবে সাবালক, সুস্থমস্তিষ্ক ও সুবোধসম্পন্ন সচেতন মুসলিম পুরুষ। যেমন পাত্রীর পিতা, তা না হলে দাদো, না হলে ছেলে বা পোতা, না হলে সহোদর ভাই, না হলে বৈমাত্রেয় ভাই, না হলে আপন চাচা, নচেৎ পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, না হলে চাচাতো ভাই অনুরূপ নিকটাত্মীয়।

সুতরাং বৈপিত্রেয় ভাই, ভাইপো, নানা, মামা অলী হতে পারে না। অনুরূপ মা বা অন্য কোন মহিলার অভিভাবকত্বে বা আদেশক্রমে বিবাহ হবে না।[5] যেমন, নিকটের অলী থাকতে দূরের অলীর; যেমন বাপ থাকতে দাদোর বা দাদো থাকতে ভায়ের অভিভাবকত্বে নারীর বিবাহ হয় না।

অনুরূপ পালয়িতা বাপ কোন অলীই নয়। যার কোন অলী নেই তার অলী হবে কাজী।[6]

বাপ নাস্তিক বা কবরপূজারী হলে মেয়ের অলী হতে পারে না।[7]

অভিভাবক ছাড়া নারীর বিয়ে হয় না। যেহেতু পুরুষের ব্যাপারে তার মোটেই অভিজ্ঞতা থাকে না। আবেগ ও বিহ্বলতায় স্বামী গ্রহণে ভুল করাটাই তার স্বাভাবিক, তাই পুরুষ অভিভাবক জরুরী। তবে অবৈধ অভিভাবকত্ব কারো চলবে না।[8] সাধ্যমত সুপাত্র ও যোগ্য স্বামী নির্বাচন ছাড়া খেয়াল-খুশী মত যার-তার সাথে মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না। যেহেতু অভিভাবকত্ব এক বড় আমানত। যা নিজের স্বার্থে যেখানে খুশী সেখানে প্রয়োগ করতে বা নিজের কাছে ভরে রাখতে পারে না। যথাস্থানে তা পৌঁছে দেওয়া ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের (গচ্ছিত) আমানতেরও নয়।”[9]

﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

“তিনি কোন খেয়ানতকারী (বিশ্বাসঘাতক) অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না।”[10]

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

“আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানত তার যথার্থ মালিককে প্রত্যর্পণ কর---।”[11]

তাছাড়া “প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব প্রসঙ্গে কিয়ামতে কৈফিয়ত দিতে হবে।”[12]

সুতরাং যেমন অপাত্রে কন্যাদান হারাম। অনুরূপ সুপাত্র পাওয়া সত্ত্বেও কন্যাদান না করাও হারাম। কন্যার সম্মতি সত্ত্বেও নিজস্ব স্বার্থে বিবাহ না দেওয়া অভিভাবকের অবৈধ কর্তৃত্ব। অলী এমন বিবাহে বাধা দিলে পরবর্তী ওলী বিবাহ দেবে। নচেৎ বিচার-বিবেচনার পর কাজী তার বিবাহের ভার নেবেন।[13]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

“আর তোমরা যখন স্ত্রীদের বর্জন কর এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না।”[14]

ইসলামী বিবাহে আকদের সময় ২টি সাক্ষী অবশ্য জরুরী।[15]

পাত্র-পাত্রী যদি বিবাহে কোন শর্ত লাগাতে চায় তাহলে তা লাগাতে পারে। তবে সে শর্ত যেন কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল না করে। এরূপ হলে সে শর্ত পালন ওয়াজেব নয়। সুতরাং পাত্রপক্ষ যদি মোহর না দেওয়ার শর্ত আরোপ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য ও পালনীয় নয়। বরং অনেকের মতে আক্দ শুদ্ধই হবে না। কারণ, মোহর দেওয়া ওয়াজেব, যদিও তা সামান্যই হোক না কেন। অনুরূপ যদি পাত্রীপক্ষের নিকট থেকে কিছু (পণ) পাওয়ার শর্ত লাগিয়ে পাত্র বিবাহ করে, তবে সে শর্ত পালন পাত্রীপক্ষের জন্য ওয়াজেব নয়।[16]

ফুটনোট

[1] (বুখারী, মুসলিম, সহীহ নাসাঈ ৩০৫৮নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৫১৬নং)

[2] (মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ২১২৯নং)

[3] (আবু দাঊদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৩৬নং)

[4] (আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, ইরঃ ১৮৩৯,১৮৪০নং)

[5] (আয-যিওয়াজ, ইবনে উসাইমীন ১৬ পৃঃ)

[6] (মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৯/৫৫)

[7] (ঐ ২৬/১৩৮)

[8] (সুলূকুল মারআতিল মুসলিমাহ, সাইয়িদী মুহাম্মদ শানক্বীত্বী ৭০পৃঃ)

[9] (সূরা আল-আনফাল (৮) : ২৭)

[10] (সূরা আল-হাজ্জ (২২) : ৩৮)

[11] (সূরা অন-নিসা (৪) : ৫৮)

[12] (মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৬৮৫নং)

[13] (সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ২৭০৯নং)

[14] (সূরা আল-বাক্বারা (২) : ২৩২)

[15] (ইরওয়াউল গালীল ১৮৪৪নং)

[16] (ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪৭)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3701

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন